সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩৬
Weekly Booklet: 436

# হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ৮৭টি বাণী

- ঘরে আসা সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন
- দুনিয়ার উদাহরণ
- ফরযসমূহের পর উত্তম আমল
- সবচেয়ে খারাপ আকাঙ্ক্ষা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ৮৭টি বাণী[১]

**আত্তারের দোয়া:** হে আল্লাহ পাক! যে কেউ পুস্তিকা **"সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ৮৭টি বাণী"** পড়বে বা শুনবে, তার মন থেকে দুনিয়ার মোহ দূর করে তাকে আত্মিক শান্তি দান করুন এবং তার বাবা-মা সহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করুন। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরুদ শরীফের ফযিলত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পিতা হযরত সামুরা সুয়াই رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন ব্যক্তি এসে আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে ভালো আমল কোনটি? তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "সত্য বলা এবং আমানত আদায় করা।" (হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত সামুরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন) আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরও কিছু ইরশাদ করুন! তিনি বললেন: "বেশি বেশি যিকির করা এবং আমার উপর দরুদ শরীফ পড়া, কারণ এই আমল দরিদ্রতা দূর করে।" **(আল-কওলুল বদী', পৃ: ২৭৩ সংক্ষিপ্ত)**

---

১. এই পুস্তিকাটি আল মদীনাতুল ইলমিয়ার "আল্লাহ ওয়ালো কী বা'তে" নামক কিতাব থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে।

بہرِ رَفعِ مَرَض و زَحمت و رَنج و کُلفَت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ لوگ کہاں کا تعویذ
تم پڑھو صاحبِ لَولاک پر کثرت سے دُرُود ہے عَجَب دَردِ نِہاں اور اَماں کا تعویذ

বেহরে রফয়ে ওয়া যাহমত ওয়া রঞ্জ ওয়া কুলফত
ঢুন্ডতে ফিরতে হ্যা ওহ লোগ কাহাঁ কা তা'বীয
তুম পড়হো সাহিবে লাওলাক পর কাসরাত সে দুরুদ
হ্যা আজাব দারদে নিহাঁ আওর আমাঁ কা তাবীয

(দিওয়ানে কাফী, পৃ: ২৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## ঘরে আসা সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন (ঘটনা)

মহান বুযুর্গ হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ভাই হযরত মুবারক বিন সাঈদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন যে, একজন ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কাছে দিরহাম ভর্তি এক বা দুটি থলে নিয়ে এলেন। তার পিতা হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বন্ধু ছিলেন এবং তিনি তাদের বাড়িতে প্রায়শই যেতেন। আগত ব্যক্তি আরজ করল: আবু আব্দুল্লাহ (এটি হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উপনাম)! আপনার মনে কি আমার পিতার পক্ষ থেকে কোন অপছন্দনীয় কথা আছে? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক তোমার পিতার উপর রহম করুক, তিনি তো এমন এমন ছিলেন (অর্থাৎ তিনি তার পিতার প্রশংসা করলেন)। সে বলল: আবু আব্দুল্লাহ! আমি চাই যে আপনি এই দিরহামগুলো নিয়ে নিন এবং আপনার বাড়িতে খরচ করুন। হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার কাছ থেকে সেই দিরহামগুলো নিলেন এবং যখন সে ব্যক্তি উঠে সেখান থেকে চলে

যেতে লাগল, তখন তিনি সেই থলেটি আমাকে দিয়ে বললেন: মুবারক! এটি তাকে দিয়ে দাও এবং সেই ব্যক্তিকে বললেন: হে আমার বন্ধুর পুত্র! আমি চাই যে এই মাল তুমি নিয়ে নাও। সে বলল: আবু আব্দুল্লাহ! আপনার কি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে? তিনি বললেন: না, তবে আমি চাই যে এটা তুমি নিয়ে নাও। তিনি তাকে কয়েকবার বললেন, তখন সে সেগুলো নিয়ে চলে গেল। যখন সে চলে গেল, তখন আমি নিজেকে আটকাতে পারলাম না এবং আমার ভাই হযরত সুফিয়ান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম: আপনার উপর আফসোস! আপনার এটা কি হৃদয় নাকি পাথর? আপনার কি আমার প্রতি দয়া হয় না? আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি কি দয়া হয় না? এছাড়াও আমি তাকে আরও অনেক কিছু বললাম। তিনি বললেন: হে মুবারক! এর মানে এই যে, তুমি এই মাল মজা করে খাবে এবং এর হিসাব আমাকে দিতে হবে! (আল্লাহ ওয়ালো কী বাতেঁ, ৭/৬) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, হযরত আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান বিন সাঈদ সাওরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কত বড় আল্লাহভীরু, দুনিয়াবিমুখ এবং পার্থিব সম্পদের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভীত ছিলেন। তিনি তাবেয়ীনদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, মুহাদ্দিস, মহান ইবাদতকারী এবং আল্লাহ পাকের ওলী ছিলেন।

তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক ওলামায়ে কেরাম তুলে ধরেছেন এবং কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি তিনি এতই বরকতময় বুযুর্গ ছিলেন যে

তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করত বা তাঁর বরাত দিয়ে কোন কথা বলত, আলেমদের দৃষ্টিতে তার মর্যাদাও মহান হয়ে যেত।

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মজলিস খুব পছন্দ করি, কারণ যখনই আমি তাকে দেখতে চাইতাম, কখনো তাকওয়া ও খোদাভীরু অবস্থায়, কখনো নামায পড়তে এবং কখনো ফিকহী মাসআলা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে দেখতাম। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৪৯৭)

হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন উপলক্ষে এমন প্রজ্ঞাময় এবং ঈমান উদ্দীপক উক্তি করেছেন যে, মুসলমানরা যদি সেগুলোর উপর আমল করে, اِنْ شَآءَ الله তাদের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর হবে। তারই কিছু উক্তি কিছু সহজীকরণের সাথে এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের এবং দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের নিয়তে এই উক্তিগুলো পড়ুন এবং নিয়ত করুন যে, اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم সেগুলোর উপর আমলও করবেন।

## দ্বীনি জ্ঞানের গুরুত্ব ও উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে ১৪টি মাদানী ফুল

১) হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: জ্ঞান অর্জন করা হয় যেন এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ভয় ও তাকওয়া অর্জন হয়, এ কারণেই জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০১)

২) জ্ঞান শেখো এবং এতে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করো এবং এর সাথে হাসি-ঠাট্টা যুক্ত করো না, অন্যথায় হৃদয় পাথর হয়ে যাবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০২)

৩) তোমার দ্বারা জ্ঞানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো, জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো না। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০১) (এর অর্থ হল, দ্বীনি

জ্ঞানের সম্পদ অর্জন করে নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করো এবং তারপর এই জ্ঞান প্রচার করো। এমন নয় যে, জ্ঞান এই জন্য অর্জন করো যে, মানুষ তোমার প্রশংসা করবে বা তোমাকে বড় আলেম বলবে।)

৪) "জ্ঞান" দ্বীনের চিকিৎসক এবং "দিরহাম" দ্বীনের রোগ। যখন চিকিৎসক নিজেই রোগকে নিজের দিকে টানবে, তখন অন্যের চিকিৎসা কীভাবে করবে? (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০১)

৫) জ্ঞানের প্রথম ধাপ নীরবতা, দ্বিতীয় ধাপ মনোযোগ সহকারে শোনা ও মুখস্থ করা, তৃতীয় ধাপ এর উপর আমল করা এবং চতুর্থ ধাপ এটি প্রচার করা। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০২)

৬) ফরয কাজের পর জ্ঞান অর্জনের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০২)

৭) মানুষের উচিত নিজের সন্তানদেরকে জ্ঞান অর্জনে বাধ্য করা, কারণ এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৫)

৮) হাদিস শরীফ সোনা-রুপার চেয়েও বেশি মূল্যবান, কিন্তু এটি অর্জন করা হয় না। (অর্থাৎ এটির অর্জনকারী খুব কম।) (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৩)

৯) হাদিসের জ্ঞান সম্মানই সম্মান। যে এর মাধ্যমে দুনিয়া চাইবে, দুনিয়া পাবে; আর যে আখিরাত চাইবে, আখিরাত পাবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৫)

১০) মানুষের জন্য হাদিসের চেয়ে বেশি উপকারী আর কিছুই নেই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৫)

১১) যদি আমি জানতে পারি যে, কেউ একনিষ্ঠ নিয়তের সাথে হাদিসের জ্ঞান অন্বেষণ করতে চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তার বাড়িতে গিয়ে তাকে হাদিস শোনাব। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৬)

১২) হাদিস শরীফ শেখার চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই, যদি নিয়ত সঠিক হয়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৬)

১৩) জ্ঞান আমলের জন্যই অর্জন করা হয়। তাই আমলের কারণে জ্ঞান অর্জন করা ছেড়ে দিও না, আর জ্ঞান অর্জনের কারণে আমল ত্যাগ করো না। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৮)

১৪) (হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ একজন মহান মুহাদ্দিস ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিনয় প্রকাশ করে বলতেন:) আমি চাই যে হাদিস শরীফের ব্যাপারে সমান সমান ছেড়ে দেওয়া হোক (অর্থাৎ সাওয়াবও না হোক, আর পাকড়াও না হোক)। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৮)

## ইবাদত সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল

১) যখন আমি কুরআনে পাক পড়ি, তখন মন চায় এখানেই থেমে যাই এবং অন্য কোন কিছুর দিকে না যাই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫০৬)

২) কুরআন তিলাওয়াতের (বেশি) সৌন্দর্য তখনই আসে যখন এতে যুহদ (অর্থাৎ তিলাওয়াতকারীর হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ)ও যুক্ত হয়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪৪)

৩) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন ইয়ামান رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আবু আব্দুল্লাহ! ইবাদত কোথায় ভালো হয়? তিনি বললেন: যেখানে রুটির বড় থলে এক দিরহামে পাওয়া যায়, যাতে কেউ অন্য কারো দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে না তাকায়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৬) (এর অর্থ এই যে, ইবাদত সেই স্থানে বেশি শান্তিতে হয় যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো সহজে পূরণ হয়ে যায়, যেমন খাবার ও পানীয় সস্তা হয়,



www.dawateislami.net

যাতে কেউ ক্ষুধা বা অভাবের কারণে অন্যের সামনে প্রশ্ন বা আশাবরী দৃষ্টি না তোলে।)

## আল্লাহ ভীতি সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল

১) আল্লাহ পাক বান্দাকে সেই প্রয়োজনে অবশ্যই পুরস্কৃত করেন, যার জন্য সে আল্লাহ পাকের দরবারে বেশি বেশি মিনতি করে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৭)

২) যখন আমরা দ্বীনে কোনো কঠোর শাস্তি বা ভীতি প্রদর্শনকারী কথা শুনি, তখন ভয় পাই; আর যখন রহমত বা নরম কথা শুনি, তখন মুসলমানদের জন্য তার আশা রাখি। আমরা মৃতদের উপর (জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার) ফয়সালা দিই না এবং জীবিতদের হিসাবও করি না। যে বিষয়গুলো আমাদের জানা নেই, সেগুলো জ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিই এবং তাদের পরামর্শকে আমাদের পরামর্শের চেয়ে ভালো মনে করি। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪১)

৩) যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ভীতির তীব্রতা না থাকবে, ইবাদতের উপর অবিচল থাকা কঠিন। (আল্লাহ ওয়ালুন ওয়ালোঁ কী, ৬/৫০১ সংক্ষিপ্ত)

## সম্পদের মোহ এবং দুনিয়া বিমুখতা সম্পর্কে ২০টি মাদানী ফুল

১) দুনিয়াকে দুনিয়া এই জন্য বলে যে এটি دَنِیَّہ অর্থাৎ নিকৃষ্ট” এবং মালকে মাল এই জন্য বলে যে এটি সম্পদশালীকে বক্র করে দেয়।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৬)

২) মালকে মাল এই কারণেও বলা হয় যে এটি হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩১)

৩) মানুষের সন্তুষ্টির এমন এক চূড়ান্ত সীমা আছে যেখানে পৌঁছানো যায় না এবং দুনিয়ার লোভেরও একটি চূড়ান্ত সীমা আছে, কিন্তু সেখানেও

পৌঁছানো সম্ভব নয়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩১) (অর্থাৎ সব মানুষকে খুশি রাখা সম্ভব নয় এবং ঠিক তেমনি পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলোও কখনো শেষ হয় না।)

৪) স্বাদহীন খাবার খাওয়া এবং খসখসে পোশাক পরা দুনিয়া থেকে বিমুখতা নয়, বরং দুনিয়া থেকে বিমুখতা হলো আকাঙ্ক্ষা ছোট করা (অর্থাৎ মৃত্যুকে সামনে রাখা)। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩১)

৫) যদি তোমার শুধু পেট ভরার জন্য খাবারের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার জন্য চেয়ো না। যদি তোমার লবণের প্রয়োজন হয়, তাহলে কারো কাছ থেকে চেয়ো না এবং জেনে রাখো, যে রুটি তুমি খাবে, তা লবণ মিশিয়ে ময়দা মাখা হয়েছে এবং তোমার পানি পান করার প্রয়োজন হলে নিজের হাত ব্যবহার করো, এটি পানির পাত্রের কাজ দেবে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫২৬)

৬) সম্পদশালীও দুনিয়া বিমুখ হতে পারে, যখন সে বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩২)

৭) যখন বান্দা দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাক তার হৃদয়ে হিকমত ভরে দেন, তারপর সেই হিকমতকে তার জিহ্বায় জারি করেন এবং তাকে দুনিয়ার ত্রুটি, তার রোগসমূহ এবং সেই রোগসমূহের চিকিৎসাও দেখিয়ে দেন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩৫)

৮) আল্লাহ পাকের সেই নেয়ামত যা আমাকে দুনিয়া থেকে দূরে রাখে, সেই নেয়ামতের চেয়ে বড় যা আমাকে দান করেন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৬) (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো এই যে, তিনি দুনিয়ার ভালোবাসা এবং লোভ আমার হৃদয় থেকে বের করে দেন, এই



www.dawateislami.net

নেয়ামত তার চেয়েও বড় যে তিনি আমাকে দুনিয়ার সম্পদ দান করেন।)

৯) দুনিয়াদারদেরকে সম্মানকারী আলেমের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।
(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৬৫)

১০) আমি কারো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা তার দুনিয়াদারদের সালাম করা থেকে জানতে পারি। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৬৫)

১১) আমি একটি দিরহামও কখনো ইমারত বানানোর কাজে খরচ করিনি। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩১) (তাঁর এই আমল দুনিয়া থেকে বিমুখতার উচ্চ স্তরের প্রমাণ।)

১২) যদি তোমার এই সামর্থ্য থাকে যে, তোমার জীবনে (অপ্রয়োজনে এবং শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতীত) কারো সাথে মেলামেশা করবে না, তাহলে তাই করো। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উন্নতির চিন্তায় মগ্ন থাকো, শাসকদের কাছে যাওয়া থেকে বাঁচো। তাদের কাছে তোমার যে প্রয়োজন হয়, তা আল্লাহ পাকের কাছে চাও। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। সমস্ত মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকো এবং নিজের প্রয়োজনগুলো তাঁর সামনে রাখো যার দরবারে প্রয়োজনের কোনো গুরুত্ব নেই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১২)

১৩) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে দুনিয়ার অধিকাংশ অংশই নিকৃষ্ট।
(আল্লাহ ওয়ালো কী বাতেঁ, ৭/২৮)

১৪) যে ব্যক্তিকেই দুনিয়া থেকে কিছু দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে যে, "এটি নাও এবং এর সমপরিমাণ দুঃখও নাও।"
(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৯)

১৫) যুহদ (দুনিয়া বিমুখতা) অবলম্বন করো, আল্লাহ পাক তোমার উপর দুনিয়ার রহস্য প্রকাশ করে দেবেন। পরহেযগারী অবলম্বন করো,



www.dawateislami.net

আল্লাহ তোমার হিসাবে সহজ করবেন। সন্দেহজনক কাজ ছেড়ে সেই কাজ করো যা তোমাকে সন্দেহে ফেলবে না এবং সন্দেহকে বিশ্বাস দ্বারা দূর করো, এতে তোমার দ্বীন নিরাপদ থাকবে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৯)

১৬) যদি তুমি আখিরাতের আগ্রহের কারণে দুনিয়া ত্যাগ করতে না পারো, তবে এই আশঙ্কায় ত্যাগ করো যে এটি একটি পতিত ভূমি এবং অসুস্থ উটের আস্তাবল, যেখানে তোমার মতো মানুষের ভিড় বেশি।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩০)

১৭) যে নেক আমলের কারণে তুমি মৃত ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষা করো, সেই গুণ যদি কোনো জীবিত ব্যক্তির মধ্যে দেখো তবে তার প্রতিও ঈর্ষা করো। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩০ সংক্ষিপ্তকারে) (অর্থাৎ, শুধু মৃত্যুর পর নেক আমলের কদর করো না, বরং জীবিতদের মধ্যেও নেক আমল দেখে তাদের কদর করো।)

১৮) যখনই আমাদের কাছে দুনিয়া থেকে কিছু আসতো, আমরা এটাই চাইতাম যে, এমন একজন ব্যক্তি পাওয়া যাক যে তাতে সন্তুষ্ট হবে, যাতে তাকে তা দিয়ে দেওয়া যায়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩১)

১৯) দুনিয়ার উদাহরণ হলো মধুমাখা রুটির মতো। যদি কোনো মাছি এর উপর বসে, তবে রুটিটি তাকে তার ডানা থেকে বঞ্চিত করে। আর যদি সে শুকনো রুটির উপর বসে তবে সুরক্ষিত থাকে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৬)

২০) তোমার জন্য দুনিয়াতে সবচেয়ে ভালো জিনিস হলো যা তোমাকে দুনিয়াতে পরীক্ষায় ফেলবে না। আর যদি তুমি কোনো কিছুতে পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে তোমার জন্য এটাই ভালো যে সেই জিনিসটি তোমার কাছ থেকে চলে যাক, যাতে তুমি পরীক্ষা থেকে বাঁচতে

পারো। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩০ সংক্ষিপ্ত) (অর্থাৎ, আসল কল্যাণ এতেই যে দুনিয়াবী জিনিস তোমার জন্য ফেতনা বা গুনাহের কারণ না হয় এবং যদি তা হচ্ছে, তবে সেটি না থাকাটাই তোমার জন্য ভালো।)

## মৃত্যু, কবর ও আখিরাত সম্পর্কে ১২টি মাদানী ফুল

১) যেভাবে তোমরা মৃত্যুর খবর জানো, যদি পশুরাও সেইভাবে জানতো, তবে তোমরা কোনো মোটা তাজা জন্তু খেতে পারতে না।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩৮)

২) আমি কখনো নিজের আত্মার চিকিৎসার চেয়ে কঠিন কোনো কিছুর চিকিৎসা করিনি, কখনো সে আমার বিরুদ্ধে যায় এবং কখনো অনুকূলে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৮)

৩) হে বুদ্ধিমান ব্যক্তি! জীবন কাদা মিশ্রিত, এর পবিত্রতা হলো মৃত্যু এবং কবরের ভয়াবহতাকে স্মরণ করা। মানুষ চিন্তা-ভাবনার পর দুনিয়াকে মন্দ বলেছে, যা কাঁচা ফলের মতো ওপর থেকে সুন্দর এবং ভেতর থেকে অত্যন্ত তেতো। সময়ের ঘটনাপ্রবাহ সর্বদা এর সাথে জড়িত এবং এর বিপদসমূহ পাথরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত তীব্র পানির মতো।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫১৩)

৪) যখন তুমি দুনিয়া থেকে তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে যাবে না এবং মৃত্যুর পর এমন ব্যক্তির সাথে মিলিত হবে যে তাকওয়াকে নিজের পাথেয় বানিয়েছিল, তখন তোমার লজ্জা হবে যে তুমি তার মতো কেন হলে না এবং তুমি কেন সেই রকম প্রস্তুতি নিলে না যেমন সে নিয়েছিল।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫১৪)

৫) যখন মৃত ব্যক্তি খাটে থাকে, তখন তাকে বলা হয়: মানুষের কাছ থেকে নিজের প্রশংসা শোনো। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৪)

৬) যখন কোনো মৃত ব্যক্তির আলোচনা হয়, তখন (তার সম্পর্কে) সাধারণ মানুষের কথাকে গুরুত্ব দিও না, বরং জ্ঞান ও বুদ্ধিমান মানুষের কথাকে গুরুত্ব দাও। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩৮)

৭) মৃত ব্যক্তির পরিবারের উচিত মৃত ব্যক্তিকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন[১] করা, কারণ হযরত মালাকুল মউত عَلَيۡهِ السَّلَام যখন তার কোমর স্পর্শ করেন, তখন তার কথা বলার ও চেনার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। তারপর সে মৃত্যু যন্ত্রণার বিষ পান করে। যদি এই সময় তার হাতে তরবারি থাকে, তবে ক্ষমতা পেলে পিতাকেও হত্যা করে ফেলবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭১)

৮) মানুষ ঘুমিয়ে আছে, যখন মরবে তখন জাগ্রত হবে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭২)

৯) চোখের দেখা দুনিয়া থেকে এবং হৃদয়ের দেখা আখিরাত থেকে। নিঃসন্দেহে বান্দা চোখ দিয়ে দেখে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না, আর যদি সে হৃদয় দিয়ে দেখে তবে লাভ অর্জন করে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৪)

১০) সবচেয়ে খারাপ আকাঙ্ক্ষা হলো এই যে, তুমি আখিরাতের আমল দিয়ে দুনিয়া তালাশ করো। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৪)

---

১. মৃত্যু যন্ত্রণার সময়, যতক্ষণ না আত্মা গলা পর্যন্ত আসে, মৃত ব্যক্তিকে তালকীন (পরামর্শ) দিন। অর্থাৎ তার কাছে উচ্চস্বরে পড়ুন: "اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।" তবে তাকে পড়ার নির্দেশ দেবেন না। (জাওহারা নাইয়্যিরা, পৃ: ১৩০)
এছাড়াও, যখন সে কালেমা পড়ে নেয়, তখন তালকীন বন্ধ করে দিন। হ্যাঁ, যদি কালেমা পড়ার পর সে কোনো কথা বলে, তাহলে আবার তালকীন করুন যাতে তার শেষ কথা "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللهِ" হয়। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যার শেষ কথা "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, ৩/২৫৫, হাদিস: ৩১১৬। আলমগীরি, ১/১৫৭)



www.dawateislami.net

১১) আমি দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে যাত্রা করা মুমিনের উদাহরণ সেই শিশুর সাথে দিই যে মায়ের গর্ভের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে দুনিয়ার আরাম পায়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩২)

১২) হযরত সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এই কবিতাটি উদাহরণস্বরূপ পেশ করতেন:

بَاعُوْا جَدِیْدًا جَمِیْلًا بَاقِیًا اَبَدًا　　بِدَارِسٍ خَلَقٍ یَا بِئْسَ مَا اتَّجَرُوْا

**অনুবাদঃ** তারা নতুন, সুন্দর এবং চিরস্থায়ী (আখিরাত)কে পুরানো এবং বিলীন হওয়ার যোগ্য (দুনিয়া) এর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। তাদের ব্যবসা কতই না মন্দ! (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৯)

## খ্যাতি থেকে বাঁচার ব্যাপারে ৭টি মাদানী ফুল

১) আমি মক্কা ও মদিনায় দরিদ্র, অসহায় এবং ইবাদতকারী মানুষদের মাঝে থেকে মানসিক শান্তি পাই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১০)

২) খ্যাতি থেকে বাঁচো, আমি যে বুযুর্গের কাছেই গিয়েছি, তিনি আমাকে খ্যাতি হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। পরিচিতি কম রাখো, তোমার গীবত কম হবে। গোপন থাকার মধ্যে নিরাপত্তা আছে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩৩)

৩) কাউকে বন্ধু বানাও, তারপর তাকে অসন্তুষ্ট করো এবং তারপর কারো মাধ্যমে তার কাছে লোক পাঠিয়ে নিজের সম্পর্কে তার মতামত জেনে দেখো যে, (সে তোমার কেমন বিরোধিতা করে)।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৩)

৪) যে তোমাকে চেনে না, তাকে নিজের সম্পর্কে বলো না এবং যে তোমাকে জানে, তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো না।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৩)



www.dawateislami.net

৫) পদমর্যাদার মোহ থেকে বাঁচো, কারণ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়েও বেশি কঠিন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩১)

৬) আমি চাই আমি এমন জায়গায় থাকি যেখানে আমাকে চেনা যায় না এবং অপমানিত করা না হয়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩৪)

৭) আমি যেকোনো কিছু ছেড়ে দেওয়াকে পদ ও নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে সহজ দেখেছি। তুমি দেখবে যে, কোনো ব্যক্তি খাবার, পানি, সম্পদ এবং পোশাক ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু যখন তাকে পদ ও নেতৃত্বের বিষয়ে ঝগড়া করা হয়, তখন সে এর প্রতিরোধ করবে এবং শত্রুতায় নেমে আসবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৫৬)

## বিবিধ বিষয়ে ২৮টি মাদানী ফুল

১) মন্দ মানুষের কাছ থেকে কল্যাণের আশা রাখা আশ্চর্যের ব্যাপার। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭২)

২) যখন তুমি নিজের নফসকে চিনতে পারবে, তখন তোমার সম্পর্কে বলা কথাগুলো তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩৫)

৩) যালিমের মুখ দেখাটাও ভুল এবং যদি পথভ্রষ্ট নেতাদের দেখতে হয়, তবে মনে মনে তাদের মন্দ জানো, অন্যথায় তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৫৭)

৪) ধনীদের বাড়ি দেখো না এবং যখন তারা যানবাহনে করে কোথাও যায়, তখন তাদের দিকেও দেখো না। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৫৭)

৫) যে যালিমের দীর্ঘায়ু কামনা করল, সে পছন্দ করল যে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা হোক। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৬৫)

৬) প্রতিদান ধৈর্যের সমান সমান পাওয়া যায়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৫)

৭) সেই ব্যক্তি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নয় যে বিপদ ও পরীক্ষাকে নেয়ামত এবং সমৃদ্ধিকে বিপদ মনে করে না। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৬)

৮) আমরা দ্বীন ও দুনিয়াতে সমমনা বন্ধু ছাড়া আর কোনো লাভজনক জিনিস পাইনি। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৮)

৯) আল্লাহ পাকের হামদ যিকিরও বটে এবং শোকরও বটে, এছাড়া অন্য কোনো কিছুতে একসাথে যিকির ও শোকর নেই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭৮)

১০) মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন (পরিস্থিতির খারাপের কারণে) কোনো বুদ্ধিমানের চোখ জুড়াবে না। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৭)

১১) তোমার উচিত জীবন ধারণের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং অহংকারী মানুষের অনুকরণ করা থেকে বেঁচে থাকা। খাবার, পানীয়, পোশাক এবং যানবাহনের মধ্যে সেই জিনিসগুলো নির্বাচন করো যা নিকৃষ্ট নয়। এছাড়াও, মুত্তাকী, আমানতদার এবং আল্লাহকে ভয়কারী মানুষদের সাথে পরামর্শ করো। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/১৯)

১২) উভয় রক্ষক ফেরেশতা নেকী ও মন্দ কাজের গন্ধ তখনই পান যখন হৃদয় দৃঢ় সংকল্প করে নেয়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২২)

১৩) যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন ফেরেশতারা তাদের কিতাব গুটিয়ে নেবেন এবং কলম রেখে দেবেন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৩)

১৪) শয়তানের কোমর ভাঙার জন্য “لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ” বলার চেয়ে বড় কোনো জিনিস নেই এবং সাওয়াব বৃদ্ধি করার কথাগুলোর মধ্যে “اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ” এর মতো কোনো কথা নেই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৩)

১৫) ধারণা দুই প্রকারের, একটি হলো যাতে গুনাহ আছে। দ্বিতীয়টি হলো যাতে গুনাহ নেই। গুনাহযুক্ত ধারণা হলো যা মুখে আসে এবং যা মুখে না আসে তাতে গুনাহ নেই। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৩)

১৬) যদি ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) হৃদয়ে এমনভাবে স্থান করে নেয় যেমনটি হওয়া উচিত, তাহলে হৃদয় জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় খুশি হয়ে যাবে নতুবা জাহান্নামের ভয়ে দুঃখিত হবে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৬)

১৭) যখন তুমি কোনো সস্তা জায়গার খবর পাও, তখন সেখানে চলে যাও, কারণ এটি তোমার দ্বীনের জন্য বেশি নিরাপদ এবং তোমার জন্য অপবাদ কমানোর জন্য অধিক সহায়ক। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/২৬)

১৮) হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকি' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা ঈদের দিনে হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে বের হলাম। তিনি বললেন: আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হলো দৃষ্টিকে অবনত রাখা। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৩২)

১৯) আকাঙ্ক্ষা, ঝগড়া এবং শাসক থেকে দূরে থাকো।
(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪১)

২০) যার ভেতর তার বাইরের চেয়ে ভালো, এটি অনুগ্রহ। আর যার ভেতর তার বাইরের চেয়ে খারাপ, এটি যুলুম। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪৪)

২১) কথা, আমলের সাথেই সঠিক হয় এবং কথা ও আমল উভয়ই নিয়তের সাথেই সঠিক হয় এবং কথা, আমল ও নিয়ত সুন্নাহের অনুকূলতার সাথেই সঠিক হয়। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪৭)

২২) যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দার কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কথা ও কাজের সঠিকতা দান করেন এবং তাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪৯)

২৩) যে কোনো বদমাযহাব ব্যক্তির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং সে তার বদমাযহাব হওয়ার ব্যাপারে জানত, সে আল্লাহ পাকের আশ্রয় থেকে বের হয়ে নিজের প্রবৃত্তির হাতে সোপর্দ হলো।
(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৪৯)

২৪) পেট ভরে খাওয়া থেকে বেঁচে থাকো, কারণ এটি হৃদয়কে শক্ত করে। রাগ হজম করো এবং বেশি হাসো না, কারণ এটি হৃদয়কে মৃত করে ফেলে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৫২)

২৫) নিজের পরিবারের সাথে ভালোভাবে থাকো এবং এমন হও যে তোমার অবস্থা থেকে মৃত্যুর কথা মনে আসে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৭২)

২৬) "لَا تَتَكَلَّمْ بِلِسَانِكَ مَاتَكْسِرُ بِهِ اَسْنَانَكَ" অর্থাৎ নিজের জিহ্বা দিয়ে এমন কথা বের করো না যা তোমার দাঁত ভাঙিয়ে দেবে।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩৬)

২৭) সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অসংখ্যবার এই দোয়া করতে শুনেছি যে, "হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপদ রাখো, আমাদের নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! এই দুনিয়া থেকে আমাদের নিরাপদে জান্নাতে নিয়ে যাও। হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি দান করো।" (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৬/৫৩৮)

২৮) রহমতে ইলাহীর আশা পোষণকারী ফাসিক সেই ইবাদতকারীর চেয়ে আল্লাহ পাকের বেশি নিকটবর্তী যে আল্লাহ পাকের পুরস্কার লাভের মাধ্যম শুধু নিজের আমলকে মনে করে। (আল্লাহ ওয়ালোঁ কী বাতেঁ, ৭/৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

# সূচীপত্র


আত্তারের দোয়াঃ ........................................................................১

দরুদ শরীফের ফযিলত...............................................................................১

ঘরে আসা সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন (ঘটনা) .................................................. ২

দ্বীনি জ্ঞানের গুরুত্ব ও উৎসাহিতকরণ সম্পর্কে ১৪টি মাদানী ফুল........................৪

ইবাদত সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল................................................................ ৬

আল্লাহ ভীতি সম্পর্কে ৩টি মাদানী ফুল .......................................................৭

সম্পদের মোহ এবং দুনিয়া বিমুখতা সম্পর্কে ২০টি মাদানী ফুল ..........................৭

মৃত্যু, কবর ও আখিরাত সম্পর্কে ১২টি মাদানী ফুল .......................................১১

খ্যাতি থেকে বাঁচার ব্যাপারে ৭টি মাদানী ফুল...............................................১৩

বিবিধ বিষয়ে ২৮টি মাদানী ফুল ...............................................................১৪

# আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

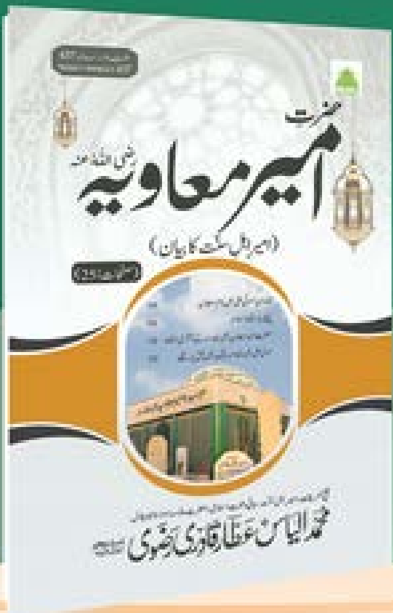



## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net